145950 - খ্রস্টিমাসরে সময় মুসলমানদরে উৎসব করা ও বলেুন দয়িে ঘরবাড়ি সাজানোর বধিান

প্রশ্ন

যুক্তরাজ্যরে যসেব মুসলমান খ্রস্টিমাস (বড়দনি) এর মৌসুমে খ্রস্টিমাসরে দনি অথবা এরপরে নজিদেরে বাড়ীতে তাদরে মুসলমি পরবিাররে জন্য নশৈভোজরে আয়োজন করে তাদরেকে আপনারা কি উপদশে দবিনে। যমেন- তুর্কি মোরগরে রোস্ট তরৈি করা, খ্রস্টিমাস কন্দ্রকি অন্যান্য নশৈ খাবাররে আয়োজন করা। বলেুন ও কাগুজে ফুল দয়িে নজিদেরে বাড়ীঘর সজ্জতি করা। গোপন সান্তা প্রথা পালন করা। সটো এ রকম- প্রত্যকে আত্মীয় গোপনে উপস্থতি কারো জন্য বশিষে একটা উপহার নর্িবাচন করবে। যার জন্য উপহারটি কনো হয়ছে তাকে দয়োর জন্য উপহারটি অনুষ্ঠানে নয়িে আসবে; কন্িতু তাকে জানাবে না য, স কে? (সান্তাক্লজরে ব্যাপারে আজগুবি বশি্বাস অপনোদন করতে গয়িে গোপন সান্তা প্রথাটি অমুসলমিদরে মধ্যে যারা খ্রস্টিমাস পালন করে তাদরে মাঝে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছ।) এই কাজটি কি হালাল; নাকি হারাম? যদি এ ধরণরে অনুষ্ঠানে মুসলমান ছাড়া (আত্মীয়স্বজন ছাড়া) অন্য কউে হাজরি না হয়?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। য উৎসবরে কথা আপনি উল্লখে করছেনে এটা হারাম তাতে কোন সন্দহে নইে। যহেতেু এর মধ্যে কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য রয়ছে। এটা সবার জানা আছ য, মুসলমানদরে ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা ছাড়া আর কোন উৎসব নইে। সপ্তাহরে ঈদরে দনি হচ্ছ শুক্রবার। এর বাইরে অন্য কোন ঈদ-উৎসব নষিদ্ধি। এর বাইরে য কোন উৎসব হয় বদিআতরে মধ্যে পড়ব; যদি আল্লাহর নকৈট্য প্রাপ্তরি আশায় সটো পালন করা হয়; যমেন-ঈদে মলিাদুন্নবী। অথবা কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্যরে পর্যায়ে পড়ব; যদি প্রথা হসিবেে সটো পালন করা হয়; আল্লাহর নকৈট্য লাভরে আশায় নয়। কারণ এ ধরণরে বদিআতি উৎসব চালু করা আহলে কতিাবদরে কর্ম; যাদরে বরিুদ্ধাচরণ করার জন্য আমরা আদষ্টি হয়ছে। যদি এই উৎসব-ই তাদরে উৎসব হয় তখন হুকুম কমেন হব! এ মৌসুমে বলেুন দয়িে ঘর সাজানো কাফরেদরে উৎসব পালনে প্রকাশ্য অংশগ্রহণ করার নামান্তর। মুসলমানদরে উচতি নয়- এ দবিসগুলো উদযাপন করা, এ উপলক্ষে ঘরবাড়ী সাজ-সজ্জা করা বা খাবার-দাবার প্রস্তুত করা। মুসলমানদরে এগুলো করা মানে কাফরেদরে উৎসবে অংশ গ্রহণ করা। কাফরেদরে উৎসবে অংশগ্রহণ করা হারাম- এ বষিয়ে কোন সন্দহে নইে। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে: মুসলমানদরে জন্য হারাম কাফরেদরে উৎসব উপলক্ষে সমবতে হওয়া, তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা, উপহার বনিমিয় করা, মষ্টিি বতিরণ করা, খাবার বতিরণ করা অথবা কর্মস্থল থকেে ছুটি কাটানো ইত্যাদি। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলছেনে: “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়রে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে উক্ত সম্প্রদায়রে অন্তর্ভুক্ত।” শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর “ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম মুখালিফাতু আসহাবিল জাহিম” গ্রন্থে বলনে: তাদরে উৎসবরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণরে অনবিার্য ফলাফল হলো- অসত্যরে অনুসরণ সত্ত্বওে তাদরে অন্তরাত্মাকে খুশি করা। এটাকে তারা সুযোগ হসিবেে গ্রহণ করতে পারে এবং দুর্বল ঈমানদারকে ভাগয়িে নয়োর জন্য প্রলুব্ধ হতে পার।ে”[সমাপ্ত] যে ব্যক্তি এগুলোতে অংশ নলি সটো সৌজন্যরে খাতরিে হোক, সম্পর্করে কারণে হোক, লজ্জায় পড়ে হোক অথবা অন্য যে কোন কারণে হোক না কনে সে গুনার কাজ করল। কারণ এটি আল্লাহর দ্বীনরে ক্ষত্রেে আপোষ; এতে কাফরেদরে মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং তাদরে ধর্মীয় গৌরব উজ্জীবতি হয়” [শাইখ উছাইমীনরে ফতোয়াসমগ্র, ৩/৪৪] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার এ বষিয়ে বস্তিারতি একটি জবাব আছ।ে সটো হচ্ছ-ে তাঁকে এমন মুসলমানদরে ব্যাপারে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি যারা খ্রস্টিান ধর্মাবলম্বীদরে নওরোজ উৎসবে খাবার তরৈী কর;ে ইপপিফানি, যীশুর জন্মদনি, পবত্রি বৃহষ্পতবিার (Maundy Thursday), পবত্রি শনবিার (Holy Saturday) ইত্যাদি দবিস পালন কর;ে যারা খ্রস্টিানদরে কাছে এমন জনিসিপত্র বক্রিি করে যগেুলো তারা উৎসব পালনে ব্যবহার কর।ে মুসলমানদরে জন্য এসব করা কি জায়যে? নাকি নাজায়যে? তনিি জবাবে বলনে: আলহামদু লল্লিাহ। মুসলমানদরে জন্য তাদরে উৎসবরে কোনকছিুতে সাদৃশ্য গ্রহণ করা জায়যে নয়। না, তাদরে খাদ্যদ্রব্যরে ক্ষত্রেে, না পোশাকে, না গোসলে, না অগ্নি প্রজ্বলনে, না প্রাত্যহকি কাজকর্ম বা ইবাদত থকেে অবকাশ নয়োর ক্ষত্রেে, কোন ক্ষত্রেইে নয়। তমেনি ভোজ-অনুষ্ঠান করা, উপহার বনিমিয় করা, তাদরে উৎসবরে সৌজন্যে বচোবক্রিি করা, শশিুদরেকে তাদরে উৎসবরে খলোয় যতেে দওেয়া, সাজ-সজ্জা প্রকাশ করা ইত্যাদি কোনটি জায়যে নয়। মোদ্দাকথা, অর্থাৎ তাদরে উৎসবরে দনিকে কোন প্রকারে বশিষেত্ব দয়ো মুসলমানদরে জন্য জায়যে নয়। বরং মুসলমানদরে নকিট সে দনিটওি অন্য দনিগুলোর ন্যায়। মুসলমানগণ তাদরে উৎসবরে কোন বশৈষ্ট্যি ধারণ করবে না। আর প্রশ্নে যে বষিয়গুলোর কথা উল্লখে করা হয়ছে- এ বষিয়ে আলমেগণরে মধ্যে কোন মতভদে নইে। বরং কোন কোন আলমেরে মত,ে এগুলো যারা করে তারা কাফরে; যহেতেু এগুলো করার মধ্যে কুফরি নদির্শনরে প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। অপর একদল আলমে বলনে: “যে ব্যক্তি তাদরে উৎসবরে দনি কোন পশু জবাই করল সে যনে শুকর জবাই করল।” আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বলনে: “যে ব্যক্তি বধির্মী দশেরে অনুসরণ কর,ে তাদরে নওরোজ বা মহেরেজান পালন কর,ে তাদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং মৃত্যু অবধি এর উপর থাকে তার হাশর তাদরে সাথে হব”ে। সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে সাবতে আদ-দাহহাক থকেে বর্ণতি হয়ছেে তনিি বলনে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে যামানায় এক ব্যক্তি ‘বুআনা’ নামক স্থানে (মক্কার নকিটবর্তী) একটি উট জবাই করার মানত করছেলি। এরপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নকিটএসে বলল: আমি ‘বুআনা’ নামক স্থানে একটি উট জবাই করার মানত করছে।ি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জজ্ঞিসে করলনে: সখোনে কি জাহলেী যামানায় কোন মূর্তি ছলি; যে মূর্তরি পূজা করা হত? সে লোক বলল: না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জজ্ঞিসে করলনে: সখোনে কি কোন জাহলেী উৎসব পালন হত? সে বলল: না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তাহলে তোমার মানত পূরণ কর। পাপঘনষ্টি মানত পূরণ করতে হয় না; বনি আদমরে সামর্থ্যে যা নইে সে মানত পূরণ করতে হয় না।”এখানে দখো যাচ্ছে মানত পূরণ করা ফরজ হওয়া সত্ত্বওে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম ততক্ষণ পর্যন্ত সে লোককে মানত পূর্ণ করার অনুমতি দেননি যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে অবহিত করা হয়েছে যে, সেখানে কাফেরদের কোন উৎসব পালিত হত না। তিনি আরও বলেছেন: "পাপঘনষ্টি মানত পূর্ণ করতে হয় না"। যদি সে স্থানে কাফেরদের উৎসব হত সে স্থানে পশু জবাই করাটাই পাপ হয় তাহলে সরাসরি তাদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা কোন পর্যায়ের পাপ? বরং খলিফা উমর (রাঃ), সাহাবায়ে কেরাম ও শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ তাদের (কাফেরদের) উপর শর্তারোপ করেছিলেন যে, মুসলমান দেশে তারা প্রকাশ্যে তাদের উৎসব পালন করতে পারবে না। তারা গোপনে তাদের ঘরবাড়ীতে সেটা পালন করবে। অতএব, মুসলমানেরা নিজেরা প্রকাশ্যে এসব পালন করাটা কেমন হতে পারে? এমনকি উমর (রাঃ) বলেছিলেন: বধির্মীদের ভাষা শিখবে না। মুশরিকদের উৎসবের দিন তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করবে না। কারণ তখন তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি অবতীর্ণ হতে থাকে।" আর প্রবেশকারীর উদ্দেশ্য যদি হয় প্রদর্শনী বা এ জাতীয় কিছু সেটাও নিষিদ্ধ। কারণ তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নাযিল হয়। অতএব, যে ব্যক্তি এমন কিছু করে যা তাদের ধর্মের নিদর্শন, যা করার কারণে তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নাযিল হয় তার ব্যাপারটি কেমন হতে পারে?

সলফে সালেহীন একাধিক আলেম আল্লাহর বাণী: "এবং যারা الزور এ উপস্থিতি থাকে না।"[সূরা ফুরক্বান, আয়াত: ৭২] সম্পর্কে বলেছেন: এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে- "বধির্মীদের উৎসব"। কিছু না-করে শুধু উপস্থিতি থাকার ব্যাপারে এটি বলা হয়েছে, তাহলে বধির্মীদের নিজস্ব খাস কাজগুলো যদি করা হয় তাহলে এর বিধান কী হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুসনাদ ও সুনানসমূহে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, "যে ব্যক্তি বধির্মীদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"। হাদিসটির সনদ জায়্যিদ (ভাল)। যদি সাধারণ অভ্যাসের ক্ষেত্রে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণের বিধান এটা হয় তাহলে তাদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে সাদৃশ্য গ্রহণের বিধান কেমন হবে?... [সমাপ্ত] [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (২/৪৮৭), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৫/৩২৯)।

আরও জানতে দেখুন প্রশ্ন নং- 13642। আল্লাহই ভাল জানেন।